

2016

বিভিন্ন সমগ্ৰী উপাখ্যান এবং বাহ্যিক বিজ্ঞান নীতি
ও শিল্পশক্তি বিবরণ বিবিধ প্রসঙ্গিক মামুল পত্র।

27 374.1.

ইংলণ্ডের করণ-পদাঙ্গ প্রণেতা শ্রী পলিটেন অফ
মন্ত্রদপ্তারে ১৫শী জানুয়ারী ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে
বালী-হিন্দ, ইংল্যান্ডের এক দিবস রাজি দূত প্রতরপত্রে
দুইটি ভুক্ত বক্তৃতালাভ করিয়া কথোপকথন করি
তেছিল। তাহা হইতে মনে এক ব্যক্তি নিঃসৃত
কর্মচারি ক্রোমেলকে কহিলকি বোপ কর কত্রী এদা
রাজি পর্যন্ত কি জীবিত থাকিবেন। একবার কত্রী

প্রতি দৃষ্টি কর দেখি ? সে উত্তর করিল, এই প্রকার
বাজিয়া ১০ মিনিট হইয়াছে, এক প্রকার বাজি
কাটা ইয়াচেন বলিলে হয় ।

তৃতীয় এই প্রকারে কথা কহিতে এস এক-
বার দ্বার প্রতি দৃষ্টি করিতেছিল এবং মনে
কথা বন্দ পাচে কেই শুনিতো পায় এই আশঙ্কা
স্বর জনে মৃত করিয়া বাক্য নিঃসরণ করিতেছিল ।
ইহারা কাশ্চেন টি বরটন নামক একজন দনাড়া
নাবিক কর্মচারির সেবক ।

তৎপরে জেষ্ঠ যে সে বলিল, দুইটিতে এই অ-
জ্ঞার বাজিতে আগরিত থাকিয়া ঘণ্টা গণন করা
বড় বিষম দায় । কনিষ্ঠজন অতি মৃত্যুরে জি-
জ্ঞাসিল, তাই তুমি ত শুনিতো পায় বাল্যকাল
এই স্থানে ঢাকরি কহিতো ছিলেন ? জেষ্ঠ-ভৃত্য
দৃষ্টান্তে হইয়া বলিল, তেমনকে একথা কে
কহিল ?

বাটা হটক ডাট ও সকল কথায় আব প্রয়োজন
মাই এই বলিয়া জোসেফ নামক কনিষ্ঠ ভৃত্য তরত
গাঙ্গোপান করিল, সেই সময়ে একটা ঘণ্টার শব্দ
শ্রবিত হইল । সে তখন জিজ্ঞাসিল, আমাদের কাহা-
কে ডাকিতেছে না কি ? জেষ্ঠ উত্তর করিল, এক-
নিম্ন এবাটীতে রহিয়াছ, ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া কাহাকে
ডাকিতেছে তাহাও অনুভব করিতে পার না, কতী
স্বয় পরিচারিকা সাহা-লিননকে ডাকিতেছেন, শীঘ্র
হাইয়া ডাককে ডাকিয়া দেও । জোসেফ তখন
একটা প্রজ্জ্বলিত কলিকা হস্তে ধারণ করিয়া দ্বার
উন্মোচন করিল, যাহাতে সম্মুখে একটা ভিত্তির
পাশে সারিত কয়েকটা ঘণ্টা ঝুলিতেছে তাহাতে তা-
হান দৃষ্টি পড়িল, নিকটে গিয়া দেখিল প্রত্যেক
ঘণ্টার উপর পল্লীস্বর প্রত্যেক ভৃত্যের আখ্যা-
নাম দিয়া নাম অঙ্কিত করিয়াছে । তখন শীঘ্র যে
ঘণ্টা দোলায়মান হইতেছিল তাহার উপরে লেখা
পড়িয়া দেখিল, “কনিষ্ঠ পরিচারিকা” এই কয়েকটা
শব্দ অঙ্কিত আছে । এই দেখিয়া সম্মুখে পায়
স্বয় পরিচারিকা, ল, হস্তধাতে দ্বার

উন্মোচন হইয়া গেল, দেখিলেন, যুব অজ্ঞকার,
জনমকথা মাই । এই কথা সহকর্মচারিকে জ্ঞাত
করাতে সে বলিল, তবে বসি সারা আশ্রম শরমা-
গণের কাছে তথায় হাইয়া তাহাকে ডাকিয়া
দেও । এই কথা বলিতেই আবার মজার শব্দ হই-
ল । জোসেফ এক লক্ষ্যে তিন খান্ন কোপান অতি-
ক্রম করিয়া সারার শরমাগারে নিম্ন তাহার নামো-
চ্চারণ করিয়া ডাকিল । অতি নম্র কোমলস্বরে
একটা স্ত্রীলোক উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন “কেণা” ।
জোসেফ কত্রীর আদেশ জ্ঞাপন করিবামাত্র সার-
বর্তিকা হস্তে করিয়া দ্বার উন্মোচন করত জোসে-
ফের সম্মুখে দণ্ড, বসি হইলেন । সারা স্বয়বরে
দীর্ঘাকাল, সুদী ও নহে, যুবতী ও নহে । অতি
ডাক স্বভাব দ্বিত্ব প্রথম দৃশ্যে অস্থির চিত্তাবিষ্ট
জান হয় । বড় মানুষের বাটার পরিচারিকাদিগের
যেকপ বেশ ভূষণ তাহার কিছুমাত্র নাই, পরিচ্ছদ
যে পর্যন্ত অকৃত্রিম ও সামান্য হইতে পারে তাহাই
তিনি সচরাচর পরিধান করিয়া থাকিতেন । ইহার
তরুণ এই, কিন্তু এমন একটা তাহার অপূর্ণ বা-
হ্যিক দৃশ্য ছিল যে তাহাকে দেখিবামাত্র সকলেরই
বুত্বল উদয় হয় । তিনি কে, পূর্বে কেহোয় জি-
জ্ঞান এই কয়েক বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া কে-
হই জ্ঞাত থাকিতে পারিতেন না । কিন্তু সারার
স্বভাব একরকম গভীর, অকৃত্রিম, এত শুধ যে তাহার
মুখ বিনিগত আশ্রয় পরিচয় কেহই পান নাই । কিন্তু
তাহার মুখের নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে সকলেরই
এই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে এক কাল তিনি বিষম যন্ত্রণা
ভোগ করিয়া থাকিবেন, না হইলে এত নিঃশব্দ হ-
ইবেন কেন । যদি এক বিমর্ষে কাহারও মনেই না
হইতে পারে, কিন্তু অনেকেরই এতকি আত্মীয়িক
রেশ ও স্বাভাবিক হই তাহার একটা অঙ্গনা হইয়া-
ছিল তাহা, তাহাও নির্ভর করিয়া, উপায় ছিল
না । যে কারণে হটক ভিত্তি, যে এককালে অনি-
র্দমনীয় রোগ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাহার
লক্ষণ তাহার সর্বদা স্মরণীয় ছিল । তিনি
যুবতী ছিলেন, তাই, কিন্তু যখনও

অবশেষে এই স্বার্থপর্যায় বৈধি তাঁহার যে ঘোর
সামর্থ্যকাল প্রতিবাহিত হয় নাই তাহার বিলক্ষণ
প্রমাণ জাজ্জল্যমান ছিল। কপোল বিবর্ণ ও শুষ্ক,
ওষ্ঠদ্বয় অস্বাভাবিক পাতলা, চক্ষু অতি মনোহর
পদ্ম সজ্জিত পাতায় অচ্ছাদিত শুধাশি নিশ্চেষ্ট,
দৃশ্যে চকিত-হরিণীর ন্যায় অতি সম্বন্ধিত। একপ
মলিনতা ও আকারের দৃশ্য বিষম যন্ত্রণাগ্রস্ত হ-
ইলে সকলেরই হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিংশৎ বৎ-
সরের অধিক বার্জার বয়ঃক্রম নহে, তাহার যে
এপ্রকার সমস্ত কেশ খল হওয়া অতি বিস্ময়।
ইহার মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ বটে, কিন্তু কৃত্রিম লোলিত
নাংস দৃশ্য ইচ্ছা, চক্ষু নিশ্চেষ্ট কিন্তু রসপূর্ণ, ললা-
টের চন্দ্র শিশুদিগের ন্যায় কোমল ও মৃদু। এই
সকল চিত্র যখন বেশের বর্ণের সহিত মিলন করিয়া
অনুভব করা যায় তখন সহজেই চমকিত হইতে হয়।
আশ্চর্যের বিষয় এই যে বয়সাদিগের ন্যায় কেশের
স্বল্পতা কিছুমাত্র ছিল না—মস্তক একেবারে সর্দা-
চ্ছাদিত। যাঁহার বিজ্ঞ তাঁহার। কেবল এই সকল
লক্ষণ দেখিয়া মনে আপনাপনি বিস্ময়াপন্ন হইতে-
ন তদ্বিষয়ে বেদনা দায়ক কোন প্রশ্ন কখন কাহাকে
জিজ্ঞাসা করিতেন না, কিন্তু সারাব সহ কর্মচারিরা
অভাবত অজ্ঞ, তাহাদিগের কৌতুহল নিবারণ করা
দুঃসাধ্য হইয়াছিল। সারার শরীরের ত এই সকল
লক্ষণ ছিল, আবার অধিকন্তু তাহার আপনাপনি কথা
কওয়া একটা অভ্যাস ছিল। দাস দাসীরা এই সকল
লইয়া আপনাপনি সর্বদা কান্যাকামি করিত, এক-
সময়ে পরিহাসও করিত, কিন্তু কত্রীর ভয়ে স্পষ্ট
কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিত না। কত্রী আপন
স্বামী অর্থাৎ ভূত্যবর্ণ পর্যন্ত সকলকে নিষেধ কবি-
য়াছিলেন, সারার আপনাপনি কথা কওন বিষয়ে
কিবা তাহার কেশের খবরই বিবয়ে কেহ কেন তা-
হাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেন যেহেতু তাহা-
তে তাহার সম্বন্ধ মনোভূত হয়।

সারা কখনকাল বাক্যহীন হইয়া থাকে ন্যায় ভূত্যের
সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, বস্তিকার আলোক
সর্বদা লালিত্যে তাঁহার মুখের চক্ষুদ্বয় ও মস্ত-

কেশেরি ক্ষেত্রে কেশ রাশি জাজ্জল্যমান
হইল। নির্বাকো মুহূর্তকমাত্র এইরূপে দণ্ডায়মান
রহিলেন, বস্তিক-ধৃত-হস্ত কম্পিত হইতে আরম্ভ
তৎপরেই তাঁহাকে ডাকিয়া দিয়াছিল বজিরা ভূতা-
ক ক্রতজরতার সহিত নমস্কার করত গমনোন্মত্ত
হইলেন। অভাবতঃ মুহূর্তাব, কথা শুনি আবার
মধুর হাস্য হইল। গৃহের সমস্ত ভূতা বর্ণেই সারার
প্রতি দীর্ঘাঘিত ছিল, কিন্তু সে রাতে তাহার ভাব
ভঙ্গিমা দেখিয়া জোসেফের মনে করণার সঙ্কল্প
হইল, যে সারার হস্তে বস্তিকা ধরিয়া বলিল, চল
আমি তোমাকে কত্রীর গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌঁ-
ছিয়া দেই। সারা তটস্থ হইয়া মস্তক নাড়ি-
ক সময়ে আপনি চলিয়া গেলেন। সারা এবং
জোসেফ যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কথা কহিতে
ছিলেন তাহাবই নিম্নের প্রেক্ষাগেহুণীর শয়না-
গার। সারা দ্বারদেশে সম্মুখস্থিত ক্ষণকাল দণ্ডায়মান
রহিলেন, তৎপরে অতি মুহূর্তক কবিয়া দ্বারে বার-
রেক দুইবার মর্দন্যাত করিলেন। কাপ্তেন ট্রুবটন
আপনি দ্বাব উন্মোচন করিয়া দিলেন। সারা তাঁহা-
কে দেখিয়ামাত্র চমকিত হইয়া ভবে দর্শনাত পশ্চা-
তে সন্নিহিত গেলেন। কোন ছুনি বার ভয়ঙ্কর মূর্তি
যদি তাহাকে প্রত্যক্ষোন্মত্ত হইত বোধ হয় তাহাতে
সারার এত ভয় হইত না। কিন্তু কি চমৎকার
ট্রুবটন সাহেবকে দেখিয়া তাঁহা হইতে কতদূর
মন্দ হইবার মর্দন্যাত বোধ কখনই হইত না, কি-
ন্তি যে কাহাকে কটু কাটব্য বলিবেন এমন
কেহ অনুভব করিতে পারিতেন না—তাঁহার মুখ-
মণ্ডলে দয়া ও করুণার ভাব সর্বদা প্রকাশিত
ত্রিত ছিল, তিনি স্বভাবতঃ অতি সরল ও অকপট,
দ্বাব উন্মোচন কালীন তাঁহার চক্ষু অজ্ঞা পূরা
বহিতে ছিল। সারাকে দেখিয়া কহিলেন, আইস
তোমার কত্রী কেবল তোমারই আশ্রয় করিতেছেন,
আমি একগে ঘাই, যদি চিকিৎসকের আশ্রয় হয়
আমাকে সংবাদ দিও। সারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ না-
করিয়া তাহার আত্ম গমন কালীন তাঁহার দিকে
অনিমেষ লোচনে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। একে প্রত্য-

বক্তা-পাণ্ডুর, তখন আবার তাহার মুখের বর্ণ এ-
 কেবারে যমুদ্রাধিপতির ন্যায় হইয়াছিল, আর সকলকে
 ব্যক্তিগত-ন্যায় ক্রমবদ্ধ বুঝায়মান করিতেছিলেন এবং
 আপনাপনি বর্ণিত্তেছিলেন “এমন কি হবে, কতী
 কি সকল কথা বাক্য করিয়াছেন”। প্রভু অদৃশ্য
 হইবার পর আশ্চর্য বোধীর গুহের দ্বারে আগমন
 করিলেন এবং কণেক দণ্ডায়মান হইয়া শুনিলেন
 গৃহ হইতে কোন কথা শ্রুত হয় কি না। আর
 উদ্ঘাটন করিয়া তদুপরি দৃষ্টকাল লক্ষ হইয়া রহি-
 লেন, তৎপরে পদাঙ্ক গিয়া অগ্রভাগ দিয়া পদ নি-
 ক্ষেপ করত গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহিনীর শয়-
 নাগারের গঠন ও সজ্জা প্রাচীন পদ্ধতিমতে ছিল,
 তাহা বাতীর পশ্চিমভাগে স্থাপিত হওয়াতে তথ
 হইতে সমুদ্র স্পষ্ট দৃশ্যমান হইত, ঘরের এক
 পার্শ্বে একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত ছিল, কিন্তু তদ্বারা
 পরিষ্কার আলোক হয় নাই তাহাতে কেবল গৃহের
 অন্ধকারময় স্থান সকল বিশেষরূপে নির্ণয় হইতে-
 ছিল। দীপ নিখা অতি মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল ত-
 দ্বারা ক্ষুদ্র সামগ্রী কিছুনা দৃশ্যমান না হইয়া কেবল
 রহস্যকার দপন ও বসন ভূষণ সকলের কাটাধার
 সকল প্রত্যক্ষ হইতেছিল, একটি গবাক উদ্ঘাটিত
 ছিল তদ্বারা কেবল বাবুকামর-তটে সাগর তরঙ্গের
 প্রতিঘাত জনিত কল্লোল শ্রুত হইতেছিল। বহি-
 দেশের আর কোন শব্দ তখন শ্রুতিগোচর হইতে
 ছিল না। চতুর্দিক নিস্তব্ধ ও জনশূন্য। গৃহ মধ্যে
 কেবল রৌদ্রীর ঘাতনার শব্দ প্রবাসের শব্দ এক
 একবার আতিপথ্যক হইতে ছিল। সারা শস্যার
 পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কতীকে সম্বোধন করিয়া
 কহিলেন, প্রভু এইমাত্র গেলেন, এবং আমা-
 কে এখানে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন,
 আপনাব-একদে যাহা অভিক্রটি হয় বলুন,—“ওরে
 আরো আজ্ঞা কর” কেবল এই কয়েকটি কথা শ্রুত
 হইল। সারা কল্পিত হস্তে দুইটি বর্জিকা জালিয়া
 শস্যার পার্শ্বে একটি কাটাধারে স্থাপিত করিয়া
 চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কণেক
 পরে মোসারি তুলিয়া ধরিলেন।

সারা-লিঙ্গের কতী বিবর রোগগ্রস্ত হইয়াছি-
 লেন, কিন্তু সেই একরোগের আর জীলোকধিপতির
 হইরা থাকে, সে রোগের একটা চরমকাল লক্ষণ এই
 যে অস্তরে ক্রমে ক্ষয় করিয়া আনে, বাহ্য দৃশ্যে কিছুই
 প্রত্যক্ষ হয় না। প্রবর্তন সাহেবের নারীকে তৎকালে
 দেখিয়া কাহাকে এমন বিশ্বাস হইত না যে তাহার
 আরোগ্যের উপায় নাই। সুস্থকার্য্য তাবত লক্ষণ-
 ই ছিল, তবে কিঞ্চিৎ দুর্বল ও কৃষা। সামান্য পীড়া-
 গ্রস্তের পর আরোগ্য কালীন রূপ দেখায় তাহাকে
 ও তরুণ দেখাইতেছিল। বাতারা পীড়ার প্রথম স-
 ক্ষারাবধি সেধা করিতেছিলেন, তাহাধিপতির মনে এ-
 কবারও ভ্রমে জ্ঞান হয় নাই যে তাহাকে কৃতান্ত এক
 কালীন-গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। মোসারি উদ্ঘোলিত
 হইবামাত্র কতী ইঙ্গিত করিয়া কতকগুলি নাটক ও
 কাব্য গ্রন্থ শস্যার ছিল তাহা নাবাকে স্থানান্তর ক-
 রিতে আদেশ করিলেন। সংস্কারের এমন গুণ
 যে সহজে দৃঢ় অভ্যাস এককালে ত্যাগ করা যায়
 না। ভূতারা আপনাপনি বাহা বজ্রিতে ছিল সে
 কথা অমূলক নহে। তিনি এককালে নাট্য সম্প্রদায়ে
 ছিলেন এবং অভ্যাস বশত নাট্যশালায় ব্যবহা-
 রোপযোগী নাটক গ্রন্থ সর্বদাই পাঠ করিতেন।

গৃহিনী স্বভাবতঃ অতি উগ্র ছিলেন, নয়ভাবে
 কখন কাহাকে কোন কথা বলিজে পারিতেন না,
 ভূতাবর্গ ও পরিজনেরা তাহাকে কৃতান্তসম ভয়
 করিত। তখন যদিও যমুদ্রা আর তথ্যপি রোব-
 পূর্ণ করে সবলে আত্মা দিতে ছিলেন। সারা উক্ত
 গ্রন্থচয় স্থানান্তর করিলে পর গৃহিনী পুনরায় ইঙ্গি-
 ত দ্বারা দেখাইলেন যেন আর একটি আজ্ঞা পালন
 করিতে বাকী আছে। অবশেষে কহিলেন, আর
 অবরুদ্ধ কর—জনমগুণ্য কাহাকেও আমার আজ্ঞা
 ভিন্ন আসিতে দিও না—চিকিৎসক কি তোমার
 প্রভু পর্য্যন্ত নহে। সারা অবাক হইয়া গৃহিনীর
 আজ্ঞা পুনরুচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “সে কি? কতী-
 কেও নহে, বৈদ্যকেও নহে।” “না কাহাকেও নহে”।
 এবং পুনরায় অঙ্গুলি-দ্বারা আর সম্বোধন কহিলেন,
 একনি বন্ধ কর। সারা আশ্চর্য্য আর অবরুদ্ধ কর

লেন এবং তৎপরে শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গৃহিণীর মুখ প্রতি এক চুপে চাহিয়া রহিলেন । কণকালপর অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্তা-কে কি সকল বলিয়াছেন ?—না, “এখনও কিছু বলি নাই,—বলিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইয়াছিলাম, কিন্তু ভ্রম-বলভকে এমন নিদারুণ কথা বা কি প্রকার বলি, যাহা হউক ছেলেটার কথা না কহিলে সকলই বলিভাম” । সারা ভয়ে ও বিষাদে এতদূর প-গাভ অভিভূত হইয়াছিলেন যে কর্তীর নিকটে আ-ছেন কি আব কোথায় আছেন তাঁহার তখন স্মরণ ছিল না । এককালে শোকে মগ্ন হইয়া বিলাপ করিতেই সম্মুখ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং দুই করপল্লব দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া কাতরে কহিতে লাগিলেন, “আহা ! কি হবে গো কি হবে” । ট্রিভটনের গৃহিণী পূর্বে কত কথা কহিয়া বাতনার এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, স্বামীর কথা কহিতে, গদগদ চিত্ত ও অ-শ্রুপূর্ণ নয়ন হইল, অবশেষে পরিচারিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমার ঔষধ দেখ ত” । সারা খড়মভিয়া গাত্রোধান করত চক্ষের জল মুচি-লেন এবং তটস্থ হইয়া শয্যার পার্শ্বে যাইয়া জি-জ্ঞাসা করিলেন, “বৈদ্যকে আনয়ন করিব” ? “বৈদ্য নহে, ঔষধ আন” । “এখানে দুইটা বোতল আছে কোনটা দিব, ভূমের ঔষধ দিব” ?—“না না ঐ আর একটা বোতল দেখ” ! সারা বোতল তুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন এবং কহিলেন এ ঔষধ খাইবার এখন ও সময় হয় নাই । “তোরা এত কথার কাষ নাই আমাকে বোতলটা দে” । সারা অঙ্গুলি পুটে কা-উল্লোজিত “কিন্তু” করিয়া কহিলেন “কণকাল বিলম্ব করিলে আমার ঔষধ খাওয়া আর বিঘ-পান করা দুই সমান” । ট্রিভটনের গৃহিণীর দুই চক্ষু হইতে তখন যেন অশ্রুকুলিজ নির্গত হইতে লাগিল, দুই কপোল লোভিত বর্ণ হইল, স-ক্রোধে হস্ত উত্তোলন করত আজ্ঞার দিক্‌জি করিলেন—বোতলের ছিপি খুলিয়া আমাকে দেও, আজি মরি কি সন্তানান্তর মরি আমার পক্ষে দুই সমান এখন একটুকু বসের প্রয়োজন” । সারা

মুখে কাকুতি স্বরে বলিতে লাগিলেন “না না ও বোতলটা নহে,” এদিকে কর্তীর নিকটকারে ভীত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া বোতল বাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন এখন ও দুই মাত্রা আ-একটু কাস্ত হউন আমি একটা পাত্র আনি । তি-নিও যেমন পাত্র আনয়ন করিতে মুখ কিয়াই-লেন তাঁহার কর্তী এক চক্ষুকে ঔষধ নিঃশেষ করিলেন । সারা তদুপে চীৎকারমুনি করিতে করিতে দরভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন এবং কহিতে লাগিলেন সকলশব্দে গো কর্তী আশ্রয়ান্তরী হলেন । ট্রিভটনের গৃহিণী সক্রোধে উচ্চস্বরে অরুণাগ করিতে লাগিলেন,—এখনি এদিকে আইস গোটা কতক আবে বালিস আনিয়া আমাকে তুলিয়া দর—এখন ও পথান্ত আমার খাল আছে, শাস থাকিতে আমার বাটতে আমার আজ্ঞা কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না । সারা কি করে ফিরিয়া আইল এবং বালিস আনিয়া কর্তীর শীরে ও পক্ষে দিল । কর্তী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “দুই কি দার উল্ঘাটন করিয়াছিস” । “না”—“দেখ তোকে আমি ভূয়োভূয় নিষেধ করিতেছি আমার আজ্ঞা তির দাব কখন উল্ঘাটন করিস না, এক কর্ম কর, ঐ সম্মুখে কর্তাপারে লেখনি মস্তাধার ও কাগজের বাক আছে আনয়ন কর । সারা নির্দেশিত স্থানে যাইয়া লিখিবার সামগ্রী তাবৎ বাহির করিলেন—মনের মধ্যে বুঝি কি সন্দেহ হইল তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—লিখিবার আয়ো-জন এখন কেন । কর্তী উত্তর করিলেন দুই লইয়া আয় দেখবি এখন । একটি তক্তা পাত্র লিখিবার কাগজ চন্দ্র-নির্মিত লিখিবার কলক শুদ্ধ গৃহিণীর হাঁটর উপর স্থাপন করিলেন, এবং তৎসমিধান লেখনী ও মস্তাধার ও রাখিলেন । হস্ত পদাদি একে রোপে অবসর, তাহাতে আবার বুদ্ধির চক্ষুত্যা এ অবস্থার সহজে মনের ভাব লি-খিয়া প্রকাশ করা সুসাধ্য নহে, কর্তী লিখিবার আ-য়োজন সম্মুখে দেখিয়া কর্তৃক নিষেধ হইয়া রহি-লেন, দুই একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং

নিখাস পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে লেখনী ধারণ করিয়া পরিচরিকাকে ডাকিয়া কহিলেন “দেখ কীদিলি।” সারা প্রাপণে টুকুটখীলন করিয়া প্রতিপদ উদ্বিগ্ন চিত্তে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন আশ্চর্য্যে আশ্চর্য্যে এই কর্মকাণ্ড কথায় লিখিত হইল, “মদীয় স্বামী প্রবৃত্ত কামিনী বিবর্তন সাধক প্রচরণে” সারা সূত প্রায় হইয়া কুতূহলিপুটে নিমত্ত করিতে লাগিলেন, “এমন কর্ম কহিবেন না কহীকে কিছু লিখিবেন না,” এই বলিয়া গৃহিণীর হস্ত ধারণ করিলেন, কিন্তু কতী কোপপ্রজ্বলিত নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে হাত ছাড়িয়া দিলেন। গৃহিণী লিখিতে লাগিলেন, লিখিতে হাত শুল হইল শেষ অক্ষর শুলিন এক কালীন মসি দ্বারা পুস্তিত হইয়া অস্পষ্ট হইল। গৃহিণী কণ্ঠে নিস্তব্ধ হইয়া পুস্তলিকা প্রায় চ ছিয়া রুলিলেন। সারা এই অবসরে প্রায় নত করিয়া পুনরায় কুতূহলিপুটে বিমত্ত বচনে কহিতে লাগিলেন, আপনি কান্দ হউন, যদি মুখে বলিতে পারেন নাই ত লিখিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই আমার অদৃষ্টে যা হইবার তাই হইবে, আমি যদি এককলি প্রবৃত্তনা সহ্য করিতে পারিয়াছি তো আর কটা দিন ও সহ্য করিতে পারিব, একখা আমাদিগের উভয়ের কেবল সপ্তের সাধি হউক, একগতে যেন আর কেহ জানিতে না পারে। কতী উত্তর কহিলেন, দেখে এ কথা আর অপ্রকাশ রাখা কর্তব্য নহে, আমার স্বামিকে জ্ঞাত করা আবশ্যিক, আমি একবার বলিতে নিষাডিলান, কিন্তু তখন সাহস হয় নাই। আমার পরলোক প্রাপ্তির পর যে ভূমি বলিবে আমার সে বিবাহ হয় না একটা লেখন রাখা আবশ্যিক। এক কর্ম কর লেখনী লও, আমার দৃষ্টি কী হইতেছে, আমি যাহা বলি তাই লিখ। সারা কতীর আজ্ঞাপ্রমাণ লেখী ঘুরে আউক শব্দ আর আত্ম রণ বস্ত্র দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ কহিতে লাগিলেন, “এই বিবর্তন কহিণী প্রবৃত্তি কহিতে লাগিলেন, কেই আমায় বিবাহ করবে।”

নারী কহিচ আম করি নাই? তোমাকে দবাবর সবীজের নারী নিজে তার দেখা দিয়াছি, আমি একবে মরি ভূমি আমায় দেখে কথায় রাখিবে না? আর বাতুল আমার দিকে চাহিয়া দেখে, এবং শোনা। আমার কথা যদি না শুনি তবে তুমি আমার পক্ষে বড় বিপদ। একখা অবাক থাকিতে আমি কহয়েও মুখ থাকিতে পারিব না। আমি মরিসাও তোমার নিকট আসিব।” সারা এই কথা শ্রবণ মাত্র আতকে চীৎকার ধ্বনি করত চমকিয়া উঠিলেন, “ওগো কিবল, তোমার কথায় যে আমায় লোভাক হয়।” এদিকে উভয়ের শুণে ট্রি বটনের গৃহিণী বিজ্বল হইতে লাগিলেন, অস্থির হইয়া ঠক ঘূর্ণায়মান কহিতে লাগিলেন এবং শব্দাকটকের আয় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন; পরে এক নাটক হইতে জুই এক বচন বলিতে লাগিলেন, এবং রক্তচুম্বী হইতে প্রস্থান কালীন মত্তকীর্ণা যেমন অর্ধকদিগের পানে চাতিয়া হস্ত উত্তোলন কবিত সাধারণ করে সেই মত ভঙ্গিমা ধারণ করিলেন। এবং মত্তকীর স্বরে হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, “দেখ।” সারা কি করেন, তরে আউষ্ট প্রায় হইয়া বিজ্বল হেতন কতীর আজ্ঞা প্রমাণ লেখনী রাখা করিলেন, কিন্তু অনমনস্ক হইয়া আর এক চিন্তা করিতেছিল “কবল হইতে উদিয়া তোমার কাছে আসিব।” এই কথা তাহার মনে বদারক প্রাণকক ছিল এবং উদ্বাহই অরণ্য করিয়া কম্পিত হইলেন হইয়াছিল। অতঃপর ট্রি বটনের গৃহিণী দেখিলেন যে উভয়ের প্রতিচর্য্য প্রাণবিকল হইয়াছে। অদৃষ্টে এবেদ্যে কহিলেন এই ভয়ে প্রথমে প্রাণের উত্তম সেবন করিলেন, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিতে অন্য একটা প্রকৃতি তথা লইয়া একটা কতপীড়িতালিয়া তথাকালী হাঙ্গরাক-রাজ্যে বিকায়ের কিকিং উপায় দেখা করিলেন, পুরুষ যদি পুনরায় সম্মিত হইতে লাগিল। তখন সারার প্রতিদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “এমন কাহা বলি তোমার প্রবৃত্তি কহিণী প্রবৃত্তি কহিতে লাগিলেন, কেই আমায় বিবাহ করবে।”

লিখিত ভাষায় চক্রে হইতে বাষ্পবারি অনুপল
বিনির্গত হইতে লাগিল। মধ্যে ভাঁহার কঠিন হিত
কাড়িয়া লিখিত ও পরিচাপ সূচক কীম্বদন্তি
হইল। কাগজের টারি শূন্য প্রায় সমস্ত পূর্ণ হইল
গৃহীণী তদন্তে স্থানিত হইলেন এবং কাগজ লইয়া
আলোপাশ্ব দৃষ্টি করত নিম্নে আপন নাম স্বাক্ষর
করিলেন। ক্রমে সেবিত উপদেব প্রত্যক্ষ শরীরে
পরিব্যাধ হওয়াতে পুনরায় বিব্রল হইবার উপ-
কলম হইল। মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ হইয়া উঠিল, বাক্য
অস্পষ্ট ও জ্বলিত হইতে লাগিল। পরিচারিকার
হস্ত লেখনী দিয়া কহিলেন, “তুই আপনার নাম
নীচে সাক্ষী স্বরূপে লেখ—না না আমি বা আপন
ঘাড়ে সমস্ত দোষ কেন লইব, সাক্ষী নহে সহ-
যোগী লেখ”। পরিচারিকা কি করে আশ্চর্য আ-
দেশ অস্বাভাব্য নাম স্বাক্ষর করিল। তখন গৃহীণী
পুনরায় কহিলেন “আমার পরলোক গমনের
পূর্ব এই পত্র তোমার প্রভুর হস্তে অর্পণ করি এবং
তিনি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন অবিকল
বর্ণনা যাহা জানিস তাই বলিস, মনে করিস যেন
পরলোকে তোমার বিচার হুজু”। সারা কৃতান্তলি-
পুটে কত্রীর প্রতি কটাক্ষ করত সাক্ষী অবলম্বন
করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “কি বলিব আমি পাঁচ-
চারিণী না হইলে ইচ্ছা হয় তোমাকে তুলিয়া তোমার
শস্যায় শয়ন করি”। “সে কথা থাকুক এখন
তুমি স্বীকার কর আমার মৃত্যুর পর তোমার প্রভুর
হস্তে এই কাগজ দিবে, না তোমার কথায় আমার
প্রতীতি হয় না, তোমাকে শপথ করিতে হইবে, ঐ
ধর্ম পুস্তক খানি আন তুমি শপথ না করিলে আমি
কবর হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না, আমাকে আবার
সেখানি খোঁজে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে
হইবে”। শোষিত তর্য প্রদর্শনের পর কত্রী ইনিয়া
উঠিলেন। পরিচারিকা কাঁপিতে কাঁপিতে ধর্ম পু-
স্তক আনিয়ন করিলেন। গৃহীণী ধর্ম পুস্তক লে-
খিয়া কহিল “এই পুস্তক না আমাদের বাটীর যাজক
মধ্যে রাখেন,—লোকটি বড় মন্দ নম, ইতিমধ্যে
একদিন আমাকে সাজনা করিতে করিতে বলিতে-

ছিলেন, এখন সে অস্থিরকাল উপস্থিত, কাহারো স-
হিত বিরোধ নাই তুমি “আমি কি উত্তর দিলাম
জানিস, আমি বলিলাম, এক জন চাড়া আমার
সকলের সহিত প্রতি আছে। সে এক জন কে ছা-
মিস্ত”। সাধা উত্তর করিল “প্রভুর জ্ঞাতা আপ-
নার দেবত—এমন কথার করিবেন না, এমন কি
কাহার সহিত ঐমতজ্ঞান রাখা করুন”। কত্রী
কহিলেন, “যাজকও ঐ কথা কহিয়াছিলেন, তিনিও
বলিয়া ছিলেন তাহার যে অপরাধ হইল, এখন
সকল দোষ না ক্ষমি করি উচিত”। “আমি তাহাতে
উত্তর কহিলাম, সকলের দোষ না ক্ষমা কবিত্তে
পারি দেবতের যে দোষ তাহা এতদূর হইতে অপণীত
হইয়াব নহে। ঐ কথা আমিও যাজক কহিলেন,
কঠোর অনুতাপ না করিলে তোমার মন পবিত্র
হইবেক না, আমি আবাব ফিরে আসিতেছি”। “কি
বল যাজক পুনরায় আসিলেও আসিতে পারেন”।
এই অবসরে সারা ধর্ম পুস্তকখানি আস্তে আস্তে
স্থানান্তর করিতেছিলেন, কত্রী তদন্তে স্বীয় স্বা-
ভাবিক উগ্রভাব ব্যবহা করত কোণ দৃষ্টে দারার
এক হস্ত ধারণা ধর্ম পুস্তকে উপর রাখিলেন
অপর হস্ত দ্বারা আপনার শস্যায় আশ্রয়ণ উভোলম
করিয়া পূর্ক লিপিত পত্রখানি অঙ্গসন্ধান করিতে
লাগিলেন, পত্রখানি পাঠিয়া যেন উদ্বিগ্ন দূর হইল
এই ভাবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।
অবশেষে কহিলেন, “আমি এখন পর্যন্ত এত অ-
জান হই নাই যে তোমার কোণে ছিল, তোমা-
কে শপথ করিতে হইবেক, তোমার কথার উপর
আমি আর নির্ভর করিতে পারি না। ভাল নত কর,
ধর্ম পুস্তক লও, জানিও আমার এই শেষ আজ্ঞা,
লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় করিও”। সারা প্রায় শেষ
চারিদিক নিস্তক জন মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই, বস্ত্রি-
কার দীপ্তি ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, মন্দ
মন্দ প্রভাত সমীরণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল,
শব্দের মধ্যে কেবল সামনের তরঙ্গের শব্দ এক এক-
বার স্পষ্ট পঙ্খাট হইতেছিল। এই কালে টাউন
নের দুইয়-প্রায় গৃহীণী শয্যা হইতে এক

দাঁড়ে চিহ্নিত, “শপথ কর,” চক্ৰবর্তী বশত এক-
দিক তাঁহার বাক্যে গাঢ় হঠোঁট ছিল, আবার ফণেক
পরে পুনরায় সেই আদেশ করিতেছিলেন অবশেষে
কিঞ্চিৎ বল পাঠিয়া কাটলেন, “শপথ কর যে আমার
মৃত্যুর পর তুমি এই লেপি নষ্ট করিবে না।” সারা এই
কালে দেখিলেন মৃদু কত্রী স্বীয় হস্ত তাঁহার হস্তের
উপর চড়াইতে উত্তোলন করিয়া দুইবার কি একবার
তাঁহার মুখেব দিকে প্রসারণ করিয়া শব্দে করি-
লেন। অবশেষে তাঁহার হস্ত পুনরায় ধারণ করিলেন
সামান্যত্ব হবে কহিলেন, “হাঁ আমি শপথ করিলাম।”
কত্রী কেবল এই কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায়
অনুরোধ করিলেন, দিবাকর যে আমার মৃত্যুর
পর যদি তুমি একটি হস্তে যাও তবে এ লেপি বা-
নি নষ্ট হইবে না। সারা ফণেকাল নিশ্চল থাকিয়া
কিঞ্চিৎ ভাব চিন্তা করিতেছিলেন “আচ্ছা
হাঁ আমি শপথ করিলাম।” কিন্তু ইচ্ছা হইতে চলে না হ-
ইয়া কত্রী পুনরায় কহিলেন “আমি বললাম— কি
অবশ্যই কথ্য আদিত হইল ন স্বয়ংক হইয়া গেল,
মুখস্ত্রী বিস্মিত আবার দারুন কবিল উত্তোলিত হস্তের
অঙ্গুলিচয় বাক হইতে লাগিল, বিস্ময় কণ্ঠস্থ হস্ত
ঔষধ আদ্যাব দিকে দাব্য প্রদানিত হওয়াতে
যাব তখন বসিতে পারিলেন যে পুনরায় সেই
ঔষধ আদেশ করিতেছেন। তাহাতে কহিলেন আর
কি আপনি সে ভয় বাখিয়াছেন, যাহা ছিল তাব
যে পান করিলেন এমন কেবল সেই মিত্রার ঔষধ
আছে আমি তাহা কাহাকে ডাকি। এই কথা বলিয়া
দার দিকে গমনোদ্ভূত হইলেন, কিন্তু কত্রীর কোণ
দৃষ্টি দেখিয়া চলনশীল হীন হইয়া চিত্রিতের ন্যায়
দণ্ডায়মান বহিলেন। মৃদু নারীব গুণ্ডন কণি-
তেছিল, বিবেচনা করিলেন কোন কথা বুঝি বলি-
তেছেন, এই ভাবিয়া নিজ কর্ণ কত্রীর ওষ্ঠের সহিত
সংলগ্ন করিলেন, কিন্তু স্থানের শব্দ ভিন্ন কোন কথা
শ্রুতিতে পাইলেন না, ক্রমে দুই এক অপ্রস্তুতিত
কথা বিনির্গত হইতে লাগিল, অবশেষে কেবল এই
কথা শ্রুতিলেন যে “সারো সঠিকই হই আমার আর
ক কথা বলিবার আছে।” কিন্তু মুখের কথা

মুখেই বহিল, বাক্য নিঃসরণ হইল না, ক্রমে সর্বাঙ্গ
স্পন্দহীন হইয়া আসিল। সারা এক লক্ষ হার উ-
দঘাটন করিয়া পরিজনদিগেরে ডাকিতে লাগিলেন
আবার দেড়িয়া আসিয়া শয়ন কহিতে লিখিত কাগজ
খানি লইয়া প্রাণপনে আপন বক্ষ স্তলে পরিধেয় ব-
স্ত্রের নীচে রাখিলেন। কত্রী মৃতপ্রায়, কিন্তু তখনও
প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। সারা যখন পত্র তুলিয়া লই-
লেন এবং সেই পত্র আপন পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে
রাখিলেন ততাকত্রী দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক দৃষ্ট
কটাক্ষ কবত মুখ ভঙ্গিমার দ্বারা কোণ ও বিরক্ত
প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কি করেন বাক্য হীন, কোন
কথা বিনির্গত সামর্থ্য নাই। পরম্পরেষ্ট মধ্য দিবা
হইল সর্বাঙ্গ শিব ও স্পন্দহীন হইল চক্ৰ মুদ্রিত
হইয়া আসল গুণ্ডন দ্বয় বিভিন্ন হইল, প্রাণ বিয়োগ
হইল। ইতোমধ্যে সারার শব্দ শ্রুতিয়া চিকিৎস-
ক ও একজন বাক্তি একটি ভত্তা সম ভবান্নে
ঘরস্থ গৃহ প্রবেশ করিল। চিকিৎসক তাড়াতাড়ি
শয্যার পার্শ্বে যাওয়া দেখিলেন যে তাহার কাণ্য
আব নাই, মিরবা ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন শীঘ্র
তোমার প্রভুকে বল যে তিনি যেন গৃহ হইতে বহি-
গমনা হন আমি আসিতোছি। গৃহ মধ্যে এতলোক
আইল, কিন্তু সারা কাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত
করিলেন না, পুঞ্জলিবার ন্যায় আপনি এক পার্শ্বে
দাড়াইয়া বহিলেন। যাত্রী শবের আক্ষদিন বস্ত্র তু-
লিয়া দেখিবামাত্র বিকটাকার দেগিয়া সিঁহরিয়া উঠি-
লেন, তাৎপরে চিকিৎসকের প্রতি চাহিয়া সারার দিকে
অঙ্গুলি দশাইয়া কহিল, এঁর এ ঘরে আর থাকিবার
প্রয়োজন কি, যে প্রকার দেখিতেছি ইনি, যেন এ-
কেবরে মৃতকল্প হইয়াছেন। বৈদ্য তাহার কথার
পোষকতা করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ নি-
তান্ত অসঙ্গত নহে। তাৎপরে সারার স্বরূপে স্পর্শ
করিয়া কহিলেন, “দেখ তুমি এখন একটুকু অন্যত্র
যাও।” সারা গাজস্পর্শ হইবামাত্র একেবারে
চমকিত হইয়া উঠিলেন, ঘরস্থ আপনার বক্ষদেশের
কাগজ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কাগজ স্পর্শ
করিবামাত্র ননের সন্দেহ দূর হইল, তাড়াতাড়ি

হইবে, তাহাও হইবে, জোয়ার পল্লব অস্ত
বিচারাণী করা ভাষায় জানিতে পারিলেন যে এত
কিছুতেই তাহা নহে অপারক যে মন্ত্রি ইহার শাস্তি
একবারেই হইতে পারে।

সম্রাট ইচ্ছা করিয়া অতি দয়ালু, সন্তোষ প্রকাশ
করিলেন। এমন ইচ্ছা নহে, কি করেন, মনে
কিছু হইতে, কিন্তু কার্যক্রমে এই আত্ম
প্রকাশের কৌশল প্রকাশভাবে মন্ত্রিকে ইচ্ছিত
করিয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রিও
কোন প্রত্যক্ষ না করিয়া মনেই অতি ব্যথিত হইয়া
সামান্য কথায় প্রকাশ করিলেন। মনের পীড়ায়
সম্রাট ক্রোধ হইলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া
অতিশয় বিষাদে মগ্ন হইলেন। সম্রাট নিজে বড় ভয়
হইলেন না, তিনিও বিষাদে মগ্ন হইয়া রাজ সভা
ভঙ্গ করত নিজ পুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং
মহাপ ও যাকুব নামক দুই প্রিয়তম রাজপুত্র
একে আহ্বান করিয়া তাহা বৃত্তান্ত অবগত করি-
লেন, তাহারাও তচ্ছবনে বাদশাহকে কার্যা-
গুরোধে দৃঢ়তা প্রকাশ আদেশক বলিয়া অনেক
সামান্য করিলেন। দেশের রাজনীতি অনুযায়িক
রাজ কুমারদিগের রাজবাটীর বহির্গত হওয়া নিষেধ
ছিল, জীড়া কোরক বায়ু সেবন আমোদ প্রমোদ
রাজপুরি ও তৎসংগত পুশোদ্যানের মধ্যে যতদূর
পর্যন্ত সাধ্য তাহাই করা আদেশ। পুরাতন
কৌশলমন্ত্রের সহিত তাহানিগের কথোপকথন
আলাপ পরিচর একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু
বাক্য মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত ততাবং তাহা
দিগের বিস্তৃত করা হইত ততরাং ক্রমক্রমের
রাজধানীর উপস্থিত দুইজন্য তার রাজ্য জা-
নিতেন এবং তৎপ্রতীকার ক্ষমক উপায়ের কথা
অবগু করিয়া সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া উপায়ান্তর
করিলেন না।

একদিন মন্ত্রি হাসান ইব্রাহিম জাফর বস
করিলেন, রাজধানীর কথায় প্রিয়তম জাফর ও দুই
মন্ত্রি মন্ত্রিকে জাফর করিলেন, জাফর করিয়া
করিলেন, মন্ত্রি জাফর করিলেন।

নবম দিবসে আমার মানব লীলা সমরণ হইবে।
রাজা জাফর ও প্রজাতির ক্রোধামল নিকান
কনা আমার প্রকাশ্য ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।
তারা অতি খেদে কহিলেন, তুই বৎসর কাল অতি
তুচ্ছতর তুচ্ছ শাস্তি রক্ষক সকল অপারিসীম পরি-
শ্রম ও ব্যয় দ্বারা যে তুচ্ছ তুচ্ছ প্রকাশ করণে অ-
সমর্থ হইয়াছেন অষ্টাহকাল মধ্যে আমি তাহার
কি করিব। মন্ত্রি দ্বারা ধূলীকে সর্গ করা ও মন্ত্রিকে
অসমর্থ করা তা সাধ্য বলিলে হয়। কোমলাঙ্গি
মন্ত্রি দ্বিতীয় মন্ত্রিতে কহিলেন। মন্ত্রি উপা-
কিছু নাই। রাজভরনে জোয়ার এমন আত্মীয়
সন্তন কেহ নাই যদ্বারা সম্রাটের এই অসমত আত্মা
পরিবর্তন হইতে পারে। ভাষা বলিলেন, আ-
মার ভাতা পাদিনাহ সাহেবের ক্ষমতা অনেক
আছে, তিনি এই রাজা জাফর করিলে করিতে
পাবেন।

হাসান ইব্রাহিম অসমর্থ প্রকাশ করত উভয়কে
নিরস্ত করিয়া কহিলেন। হে প্রিয়তম, রাজা
যদি আমার পদাভিষিক্ত কামচারিদিগের শাসন
করিবার মনসে এই আত্ম দিয়া থাকেন তুমি
কি মনে কর কোন পাণ্ডার কথা তুমি নিরস্ত
হইবেন? এই কথোপকথনান্তর সকলেই কথ-
কাল চিন্তায় মগ্ন হইয়া মৌমাঞ্চল করিয়া
রহিলেন। সম্রাটের বিচার মন্ত্রি কার্যে মনে
একটা ভাব উদয় হওয়াতে মন্ত্রি ব্যক্ত-স্বামী
কণ্ঠস্থ করে দুই এক কথা কহিয়া শেষে বাক্য করি-
লেন যে অসমর্থ এক ব্যক্তির মন্ত্রি এককালে
বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বা-
কার করিয়াছিলেন, যে অসমর্থ রাজ্যে পরি-
লে তাহার উপায় চেষ্টা করিলেন, মন্ত্রি বাক্য
শেষ না হইতে হাসান ইব্রাহিম হাসান এক
মন্ত্রি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া। মন্ত্রি করিলেন
এক দিন এ সম্রাট
সেই সম্রাট করিলেন
উভয়কে প্রিয়তম

卷之四

[illegible]

未審未報

[illegible][illegible]

গাৰ্ভসেবন

নিখাস দাঁবা : স বায়ু প্রচলন করিয়া মাগ সেই বায়ু
আবাব প্রকাশনের দ্বারা বহিষ্ঠিত করিয়া মাগ কোন
ফাটকাবক হয় না যেমন পবিত্রান জল নদী
কিনা অলীকতা হইতে জায়গা করিয়া পিত্ত কিম্বা
উত্তরাদি দ্বারা কবিত্তে জায় বায়ুতর কোন হয়
না। কস্ম স্থানে কউক কিম্বা বাটব শয়নাগারে
কউক যে স্থানে অধিক : এক একে নিগাস প্রকাশ
কবে সে স্থানেব বায়ু : ত নিমিত্তে বিবরণ হয়
সই বায়ু অধিক কাজ সোঁন কারণে অচিরাত্তে
আক্রান্ত হইতে হয় : এক নিমিত্তে শয়নাগারে
কউক ইষ্টক নিগাস হইতে হইতে হইতে হইতে হইতে
তাহা হইলে প্রত্যহে প্রায় প্রায়ের কউক এক প্রাক
এক পার্বে রাস্তা হইলে হইতে হইতে হইতে হইতে
কিম্বা খোলা আকাশ হইতে দাঁবা প্রকাশ বাসিন্দার
গায়ত্রীর দ্বারা হইতে হইতে হইতে হইতে হইতে
গতিকত্ব দান প্রবেশ করিতে পারে এবং
দাঁবার দ্বারা হইতে হইতে হইতে হইতে হইতে

[illegible]

